আমাদেরসময়

তারিখ ০৮ NOV 2015
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

রোববার ৮ নভেম্বর ২০১৫ ■ ২৪ কার্তিক ১৪২২ | আমাদেরসময়

স্কুল আছে, শিক্ষক নেই

এমএ লতিফ, চাঁদপুর ●
প্রায় অর্ধকোটি টাকা খরচ করে একটি স্কুল ভবন নির্মাণ করা হলেও এখনো তাতে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি। প্রেষণে একজন শিক্ষক দেওয়া হলে তিনিই এখন 'সবেধন নীলমণি'র মতো একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুরো দায়ভার কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এপ্রিল মাসে চালু হওয়া ওই বিদ্যালয়ে এখন ৪৩ শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে। অথচ শিক্ষক সঙ্কটে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই ছাত্র-শিক্ষকের ভূমিকায় বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করছে। ফলে ব্যাহত হচ্ছে পাঠদান।

মতলব উত্তর উপজেলার লামচরি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে 'বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প'-এর মাধ্যমে লামচরি গ্রামে নির্মাণ করা হয়। বিধি অনুযায়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ জন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও কোনো শিক্ষকের পদ সৃষ্টি বা নিয়োগ এখনো হয়নি। শুধু নান্দুরকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রেষণে সহকারী শিক্ষক মো. শাহ আলমকে দেওয়া হয় এ বছরের ৩০ মার্চ।

শিক্ষার্থী অনুযায়ী বিদ্যালয়ে নিয়মিত শিক্ষক থাকার নিয়ম থাকলেও বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে একজন শিক্ষক দায়িত্ব পালন করছেন। তাও আবার ধার করা শিক্ষক। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

ওই বিদ্যালয়ে সরেজমিনে দেখা যায়, তৃতীয় শ্রেণিতে ৩ জন শিক্ষার্থী নিয়ে ক্লাস করাচ্ছেন শিক্ষক শাহ আলম। তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী সুমাইয়া জানান, সব ক্লাস একজন স্যারই করান। শিক্ষার্থী রিয়া জানান, স্যার অফিসে গেলে স্কুলে আমরা নিজেরাই পড়ি। শিক্ষার্থী ইয়াছমিন জানান, স্কুলের সামনে মাঠ নেই। মাঠ ভরাট না থাকায় আমরা খেলাধুলা করতে পারছি না।

বিদ্যালয়ের সভাপতি আবদুস শুক্কুর মাস্টার জানান, এ বছরের এপ্রিলে বিদ্যালয়টি চালু হয়। বছরের শুরুতে চালু হলে শিক্ষার্থী হতো অনেক। এখন শিশু শ্রেণিতে ১২ জন (৮ জন ছাত্র ও ৪ জন ছাত্রী), প্রথম শ্রেণিতে ১৭ জন (১৪ জন ছাত্র ও ৩ জন ছাত্রী), দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৫ জন (২ জন ছাত্র ও ৩ জন ছাত্রী) এবং ৩য় শ্রেণিতে ৯ জন (৪ জন ছাত্র ও ৫ জন ছাত্রী) ভর্তি হয়েছে। ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণিতে আগামী বছর ভর্তি নেওয়া হবে। তিনি বলেন, শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করে নিয়োগ প্রদান করতে ইতোমধ্যে একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানিয়েছি। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় এখনো কোনো সুরাহা হয়নি।

শিক্ষক মো. শাহ আলম বলেন, আমি একাই সব দায়িত্ব পালন করছি। বিদ্যালয়টি এপ্রিলে চালু হওয়ায় ছাত্রছাত্রী কম। আগামী বছর প্রচুর শিক্ষার্থী ভর্তি হবে বলে আশা করছি।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ কবির হোসেন শিক্ষক সংকটের কথা স্বীকার করে বলেন, দ্রুত ওই স্কুলের শিক্ষক সংকটের সমাধান করা হবে। জানুয়ারি থেকে বিদ্যালয়টি পুরোপরি চালুর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।